# ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিক্‌চার আর্টিস্ট্‌স ফোরাম
## বার্ষিক সাধারণ সভা - ২০১০
## সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সবাইকে আমি আমার অভিনন্দন জানাই। আপনারা আমার বাংলা নববর্ষ ১৪১৮-র শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আর্টিস্ট্‌স ফোরাম উপস্থিত, এবং অনুপস্থিত, সকলের সমৃদ্ধি কামনা করে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বিগত বছরে আমরা যা যা কর্মসূচী নিয়েছিলাম তার সাফল্য ও ব্যার্থতার খতিয়ান প্রতিবেদন আকারে আমি আপানাদের কাছে পড়ছি।

আজ আমরা সংগঠনের সদস্য ও সদস্যারা সুশৃঙ্খল ও পরিণত। শিল্পী কলাকুশলী এবং প্রযোজকদের একসূত্রে বেঁধে চলচ্চিত্র ও ভিডিও শিল্পকে আরও উন্নতমানে পৌঁছে দিতে আর্টিস্ট্‌স ফোরাম আজ বদ্ধপরিকর। অন্যায়ের প্রতিবাদে শিল্পীদের কণ্ঠস্বর আজ আরো বেশী জোরদার। তাই সংগঠনের সম্পাদক হিসাবে আজ এই বৃহৎ কর্মকান্ডে আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগীতাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আপনাদের সবার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে বিশেষ কয়েকজনের কথা। আমরা বিগত বছরে, আমাদের কিছু শিল্পী বন্ধু ও অনেক গুণী কলাকুশলী, যারা আমাদের অনেক কাছের অনেক প্রিয়জন ছিলেন, তাদের হারিয়েছি। যারা আমাদের এই সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ্য ভাবে যুক্ত ছিলেন। চোখের জলের মাধ্যমে তাদের বিদায় জানাতে হয়েছে — তাদের শুন্যতা আমরা সবসময় অনুভব করছি।

যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম যাঁর কথা মনে পড়ছে, তিনি আমাদের সকলের প্রিয় গীতা মা - শ্রীমতী গীতা দে। নির্বাক চলচ্চিত্রের সময় থেকে শুরু করে, এখনকার মেগা সিরিয়াল পর্যন্ত অভিনয় জগতে যাঁর ব্যাপ্তি। স্বনামধন্য আরো অনেক অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের সহকর্মী ও সহধর্মী হিসেবে বিরাজ করেছেন। 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমী' পুরস্কার ছাড়াও আরো অনেক পুরস্কারের অধিকারিনী ছিলেন। সর্ব্বপরি ছিলেন সমগ্র বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অভিভাবিকা। সাধারণ বাঙালী পরিবারের মধ্যেও তাঁর আসন ছিলো নিকট আত্মিয়তার। এছাড়া, আর যাঁদের আমরা হারিয়েছি, তাঁরা হলেন দিলীপ রায়, এন. বিশ্বনাথন, রমাপ্রসাদ বণিক ও জয়দীপ দাশগুপ্ত। আরো একজন মহান চলচ্চিত্র কর্মী তথা চিত্র সম্পাদক শ্রী দুলাল দত্ত মহাশয়কেও আমরা বিদায় জানিয়েছি, যিনি শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে, একদম শেষ ছবি 'আগন্তুক' পর্যন্ত, প্রত্যেকটি ছবি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। চলচ্চিত্র শিল্প জগতে এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। পরিচালক রীতেশ দে সরকার কেও আমরা হারিয়েছি। আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের স্মরণ করি, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁদের পরিবারের কাছে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই।

এবার আমি আমাদের শিল্পের কিছু সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করব।

বাংলা ছবির বাজারে এখন ছবি তৈরীর জোয়ার এসেছে। ভালো ছবি তৈরীর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১০ সালে ১৬০ টি পূর্ণ দৈর্ঘের চলচ্চিত্র তৈরী করার অনুমোদন লাভ করেছে। তার মধ্যে মুক্তি পেয়েছে ১০৯ - টি চলচ্চিত্র যার মধ্যে ব্যবসায়ীক সাফল্য লাভ করেছে একাধিক ছবি - যা আমাদের সকলের কাছেই উৎসাহজনক।

এবার একটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যা নিয়ে সদস্য/সদস্যাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটেনি। পারিশ্রমিক। আমরা আমাদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত পরিকাঠামো ২৩ দিনের শিডিউলে দুভাগে ভাগ করেছিলাম। প্রোডিউসারদের শিডিউলে প্রথম ১১ দিনের আর্টিস্ট্‌ পেমেন্ট ও পরের ৫ দিনের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ১২ দিনের পেমেন্ট তার পরের ৫

দিনের মধ্যে দিতে বাধ্য থাকবেন। প্রোডিউসাররা আমাদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং প্রযোজকরা বর্তমানে এই নিয়মে আমাদের পারিশ্রমিক দিচ্ছেন। এই জন্য আমরা প্রোডিউসারদের ধন্যবাদ জানাই। তাদের সহযোগিতাতেই আমরা পুরনো পারিশ্রমিক পরিকাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। আমরা জানি সব জায়গাতে সঠিক নিয়ম মেনে পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে না। যে যে জায়গাতে পারিশ্রমিক প্রদান অনিয়মিত সেখানে আর্টিস্টস্ ফোরামের শিল্পীদের আরও বেশী দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের সংগঠন মনে করে সুবিধা অসুবিধা উভয় পক্ষের-ই থাকে। সর্বদিকে লক্ষ্য রেখে আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করা উচিৎ। বিগত বছরে বেশ কিছু চ্যানেলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

পারিশ্রমিক আদায়ের ক্ষেত্রে, আমাদের শিল্পীদের, কয়েকটি বিষয় আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, (১) একমাত্র মেগাসিরিয়ালের ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ার্কিং আওয়ার্স ১০ ঘন্টা। সমস্ত টেলিফিল্ম নন্ ফিক্শান এবং ফিল্ম এর ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ার্কিং আওয়ার্স ৮ ঘন্টা। উভয় ক্ষেত্রেই আধ ঘন্টা গ্রেস টাইম দেওয়া যেতে পারে। (২) এই সময়সীমার বাইরে কোন শিল্পী কাজ করতে সাংগঠনিকভাবে বাধ্য নন। যদি কোন শিল্পী স্বেচ্ছায় মেগাসিরিয়ালের ক্ষেত্রে ১০ ঘন্টা এবং টেলিফিল্ম, নন্ ফিক্শান এবং ফিল্ম এর ক্ষেত্রে আট ঘন্টার বেশি কাজ করতে রাজি হন সংগঠন তাকে বাধা দেবে না। শুধুমাত্র অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য কোন শিল্পী যদি প্রোডাকশান এর কাছ থেকে অতিরিক্ত একদিনের পারিশ্রমিক দাবী করেন তাহলে সেই পারিশ্রমিক অনাদায়ে সংগঠন সেই শিল্পীকে সমর্থন করবে। (৩) বহু প্রয়োজনার শুটিং-ই আজকাল গভীর রাত পর্যন্ত হয়। রাত্রি ৯.৩০ মি. পর যে সমস্ত প্রোডাক্শান শুটিং করবেন তাদের শিল্পীদের রাত্রের খাবার এবং যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করতে হবে। আমি আশা রাখি শিল্পীরা এই সমস্ত দাবী আদায়ে আরও উদ্যোগী হবেন।

এবার অন্য একটা বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। টেলিভিষান প্রোডিউসারদের বিভিন্ন সংগঠন আমাদের সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন - যার ফলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই, বিভিন্ন সিরিয়ালের শিল্পীদের যে পারিশ্রমিক পাওয়া বাকী ছিলো, তা উদ্ধার করা গেছে। এই সমর্থনের জন্য প্রোডিউসার সংগঠনগুলিকে আমরা সাধুবাদ জানাই। উল্লেখ্য এই বকেয়া টাকার পরিমাণ ছিলো প্রায় ১৫ কোটি টাকা। এই ব্যাপারটিকে সব থেকে বড়ো সাফল্য হিসেবে বিবেচিত করা যেতে পারে। আর্টিস্টস্ ফোরাম ও স্টার জলসা চ্যানেলের যৌথ উদ্যোগে গত দু বছরের পর এবছরও সায়েন্সসিটি অডিটোরিয়ামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গত দু বছরে যথাক্রমে ১৫ লক্ষ এবং ১৬.৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি। এবছর সেই অনুষ্ঠানটি করার কথা হয়েছে ২৮শে মে। এই ব্যাপারে আপনাদের সম্মতি ও সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

সবশেষে বলি ব্যক্তিস্বার্থ সংগঠনের সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যেই বর্তমান- তাই আমরা সকলে একজোট হয়ে আমাদের ফোরাম-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। যারা আমাদের এই কর্মসূচীর ব্যাপারে এখনো সন্ধিহান, বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, তারা সব কিছু ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত রেখে আমাদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার সুমহান প্রয়াসে ব্রতী হোন।

১০ই এপ্রিল, ২০১১
টেক্নিশিয়ান্স স্টুডিও (টালিগঞ্জ)
কলকাতা- ৭০০ ০৪০

ধন্যবাদান্তে —
*সব্যসাচী চক্রবর্তী*
সাধারণ সম্পাদক